চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের সাথে সম্মিলিত ওলামা কল্যাণ পরিষদের মতবিনিময় সভা

চুয়াডাঙ্গা জেলা ইমাম সমিতি, সম্মিলিত ওলামা কল্যাণ পরিষদ ইসলামী আন্দোলনসহ সম্মানিত ওলামা মাশায়েখদের সাথে পুলিশ সুপার চুয়াডাঙ্গা মহোদয়ের মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে নয়টার সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলার সম্মানিত ওলামা মাশায়েখদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক সময়ের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা করা হয়। চুয়াডাঙ্গা জেলার উলামা পরিষদের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সন্তোষ জ্ঞাপন করে তারা জানান যে চুয়াডাঙ্গা জেলায় সুদীর্ঘকাল ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় আছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ওলামা পরিষদের মুফতি জুনায়েদ আল হাবিবি, চুয়াডাঙ্গা জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি মোঃ শফিকুল ইসলাম, সম্মিলিত ওলামা কল্যাণ পরিষদ সভাপতি মাওলানা বচির আহমেদ, ইসলামী আন্দোলন চুয়াডাঙ্গা জেলা সভাপতি হাসানুজ্জামান সহ ওলামা পরিষদের নেতৃবৃন্দ বলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান, পিপিএম-সেবা সুযোগ্য ও গতিশীল নেতৃত্বে জেলার সকল ধরনের অপরাধ প্রবণতা অনেক কমে এসেছে। মোটাদাগে বলা যায় জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় বর্তমানে অনেক ভালো।

আলোচনা সভায় উপস্থিত সম্মানিত ঊলামা মাশায়েখ বৃন্দ সম্মিলিতভাবে পুলিশ সুপার চুয়াডাঙ্গা কে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রয়োজনে যেকোনো ধরনের সহযোগিতা করবেন মর্মে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। আলোচনা সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) (পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত) রিয়াজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) নাজিম উদ্দিন আল আজাদ, পিপিএম- সেবা,জাকিয়া সুলতানা, সহকারি পুলিশ সুপার

(দামুড়হুদা সার্কেল) দামুড়হুদা সার্কেল, ডিআইও-১ সহ পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ।

পরিশেষে আলোচনা সভার সভাপতি পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম উপস্থিত সম্মানিত সকল ওলামা মাশায়েখবৃন্দদের শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন আগামী দিনের যেকোন পরিস্থিতি মোকাবেলায় চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাবে। তিনি আলোচনা সভায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত সকল ওলামা মাশায়েখবৃন্দ সহ সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

দামুড়হুদায় বাল্যবিবাহ দেওয়ায় ভ্রাম্যমান আদালতে জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর গ্রামে বাল্যবিবাহ দেয়ায় কিশোরী কনের বাবাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ সোমবার বিকাল ৫টার দিকে জুড়ানপুর গ্রামের মাঝের পাড়ায় এঘটনা ঘটে। দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস জানান, জুড়ানপুর গ্রামের মাঝের পাড়ার আরুল এর ১৭ বছর বয়সী কন্যাকে বাস্তপুর গ্রামে বাল্যবিবাহ প্রদান করেন।

ঘটনা জানাজানি হলে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতার নির্দেশনায় দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন । এসময় ২০১৭ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন অনুযায়ী কন্যার বাবা আরুল ইসলামকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। পাশাপাশি মেয়ের বাবার কাছ থেকে লিখিত আকারে মুচলেকা নেন। এতে বলা হয় মেয়ের বয়স ১৮ না হওয়া পর্যন্ত মেয়ে তার বাবার বাড়িতেই থাকবেন,শশুর বাড়িতে থাকবেনা। এবং ১৮ বছর না হওয়া পর্যন্ত বর তাকে নিয়ে যেতে পারবেন। যদি এই আদেশ অমান্য করে তবে সংবিধানের আইন অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করা হবে বলে এই মর্মে নির্দেশনা দেয়া হয়। এসময় দামুড়হুদা মডেল থানার উপপরিদর্শক নায়েব আলীর নেতৃত্বে পুলিশ সদস্যরা মোবাইল কোর্ট এ সহযোগীতা

আলমডাঙ্গায় দুর্গন্ধে মিলল নিখোঁজ নারীর অর্ধগলিত লাশ

নিখোঁজ হওয়ার ৬ দিন পর নিথরি খাতুন (৫৩) নামে এক নারীর অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার বেলা ৩ টার দিকে উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের দুর্গাপুর গ্রামের একটি পরিত্যক্ত পুকুর পাড় থেকে গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় লাশটি উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা থানা- পুলিশ।

নিহত নিথরি খাতুন আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের দুর্গাপুর এলাকার মো. আব্দুল জলিলের স্ত্রী। তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন বলে জানা গেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন সূত্রে জানা যায়, গত বুধবার সন্ধ্যা থেকে নিথরি খাতুনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। ৬ দিন অতিক্রম হলেও পরিবারের পক্ষ থেকে আলমডাঙ্গা থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) না করে তাঁরা আত্নীয় স্বজনের বাড়িতে খোঁজাখুঁজি করে।আজ দুপুর আড়াইটার দিকে এলাকাবাসী বাতাসে দুর্গন্ধ পায়। পরে পুকুরের একটি গাছে এক নারীর গলায় ফাঁস লাগানো অর্ধগলিত লাশ দেখেন। পরে স্থানীয় লোকজন জাতীয় জরুরি সেবা নম্বরে (৯৯৯) কল করে বিষয়টি জানান। খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে। এদিকে লাশ উদ্ধারের খবর পেয়ে নিথরি খাতুনের স্বজনেরা ঘটনাস্থলে এসে লাশটি নিখোঁজ নিথরি খাতুনের বলে শনাক্ত করেন।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ গণি মিয়া বলেন, ওই নারীর লাশটি অর্ধগলিত ছিল। প্রাথমিক সুরতহাল শেষে লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু (ইউডি) মামলা হয়েছে।

[redacted] ‘[redacted] [redacted]’ [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

বাধ্য হচ্ছেন এই তীব্র গরমের ভেতর ঘরের বাইরে যেতে।

দামুড়হুদায় হিট স্ট্রোকে ৭ ঘন্টার ব্যবধানে ২ জনের মৃত্যু

দামুড়হুদায় হিট স্ট্রোকে ৭ ঘন্টার ব্যবধানে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার বিকেল ৩টার দিকে অতি তীব্র তাপমাত্রায় হিট স্ট্রোকে দামুড়হুদা উপজেলা সদরে মর্জিনা খাতুন (৬০) নামে এক নারী মারা গেছে। নিহত মর্জিনা খাতুন সদর ইউনিয়ন পরিষদ পাড়ার আজিম উদ্দীনের স্ত্রী। এর আগে মাঠে কৃষিকাজ করতে গিয়ে জাকির হোসেন নামে এক যুবক সকাল ৮টার দিকে হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। নিহত জাকির হোসেন উপজেলার সীমান্ত সংলগ্ন ঠাকুরপুর গ্রামের আমির হোসেন ছেলে ও ঠাকুরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দপ্তরি।

নিহত জাকির হোসেনের পিতা আমির হোসেন জানান, রোদ গরমে মাঠের ধান মরার অবস্থা। ধানের জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য জাকির সকাল ৭টার দিকে মাঠে যায়। মাঠে যাওয়ার ঘন্টা খানের পর খবর পায় ছেলে মাঠে স্টোক করেছে। মাঠের অন্য কৃষকরা ছেলেকে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে সে মারা যায়।

চুয়াডাঙ্গা প্রথম শ্রেণীর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ইনচার্জ জামিনুর রহমান জানান, শনিবার সকাল ৯ টায় চুয়াডাঙ্গার তাপমাত্রা ছিল ৩৩ দশমিক ২ ডিগ্রী সেলসিয়াস। এসময় বাতাসের আদ্রতা ছিল ৫৮ শতাংশ। এবং বেলা ১২ টায় চুয়াডাঙ্গার তাপমাত্রা ছিল ৪০ দশমিক ৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস। এসময় বাতাসের আর্দ্রতা চিল ১৮ শতাংশ। বেলা ৩টায় চুয়াডাঙ্গার তাপমাত্রা ছিল ৪২ দশমিক ৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস। এসময় বাতাসের আদ্রতা ছিল ১৮ শতাংশ। বিকেল ৬টায় তাপমাত্রা পারদ আরো বৃদ্ধি দাড়ায় ৪২ দশমিক ৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস। এসময় বাতাসের আদ্রতা ছিল ৩২ শতাংশ।

নিহত মর্জিনা খাতুনের ছেলে কামরুল ইসলাম কামু জানান, বেলা ৩টার দিকে অতিরিক্ত তাপে আমার মা (মর্জিনা খাতুন) হটাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। এসময় আমরা মাকে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে

নেওয়ার জন্য অটো ভ্যানে উঠানোর সাথে সাথে মা মারা যায়। তিনি কান্না জড়িত কন্ঠে আরো বলেন, মাকে হাসপাতালে নেওয়ার সময়ও টুকুও পেলাম না।

গত কয়েক দিন ধরে চুয়াডাঙ্গার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মাঝারি থেকে তীব্র ও অতি তীব্র তাপদাহ। এই তাপদাহে জেলায় হিট এলাট জারি করে মাইকিং করা হচ্ছে এক সপ্তাহ থেকে।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা জানান, হটাৎ অসুস্থ হয়ে উপজেলা সদরের মর্জিনা খাতুন ও সীমান্তবর্তী ঠাকুরপুর গ্রামের জাকির হোসেন নামে এক ব্যক্তি মারা গেছে শুনেছি। তবে তিনারা হিট স্ট্রোকে মারা গেছে কিনা সেটা ডাক্তার ছাড়া বলা সম্ভব না।

চুয়াডাঙ্গায় স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করার লক্ষ্যে কিশোর ও কিশোরদের নিয়ে সেমিনার

চুয়াডাঙ্গায় পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতির পুনাকের আয়োজনে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করার লক্ষ্যো এক ঝাঁক কিশোর ও কিশোরদের নিয়ে সেমিনার সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০ টায় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্সের ড্রিল শেডে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতি পুনাকের সভানেত্রী জান্নাতুল ফেরদৌস।

সেমিনার সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা পুনাকের সভানেত্রী জান্নাতুল ফেরদৌস। এরপর শুরু হয় চুয়াডাঙ্গা জেলার শিক্ষার্থী ও কিশোর কিশোরীদের সুপথে ফেরার গল্প ও কিভাবে সুস্থ সবল জীবন গড়া যায় তা নিয়ে সবাই সবার অভিজ্ঞতা শেয়ার করে সেমিনারে। এরপর কিশোর অপরাধ বন্ধ দমন করা নিয়ে আলোচনা সভায় উঠে আসে। মাদক মুক্ত কিশোর কিশোরী গড়তে হবে। সমাজে কোন রকম কিশোর

চুয়াডাঙ্গায় সাগরদাঁড়ি এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল, যাত্রীদের ৪ ঘন্টা দূর্ভোগ

চুয়াডাঙ্গায় রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা খুলনাগামী সাগরদাঁড়ি এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়ায় প্রচন্ড গরম যাত্রীদের ৪ ঘন্টা চরম দূর্ভোগ পোহাতে হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা রেলস্টেশন থেকে প্রায় ২ কিলামিটার দুর বুধবার সকাল ৮টা ৪০ মিনিটে ট্রেনটি পৌছালে সেখানই ইঞ্জিনটি বিকল হয়ে যায়। টানা ৪ ঘন্টা পর এদিন বেলা ১২ টার দিকে খুলনা থেকে ইঞ্জিন নিয়ে এসে ট্রেনটি নিয়ে যাওয়া হয়। এ এসময় ফাঁকা জায়গায় প্রচন্ড গরমে যাত্রীরা দূর্ভোগে পড়েছিল।

ট্রেনের লোকা মাস্টার জাহিদুল ইসলাম জানান, হঠাৎ করে ইঞ্জিনে শক্তি না পাওয়ায় সেটা বিকল হয়ে পড়ে। এতে সাময়িক সময় ইঞ্জিন বন্ধ কর রাখা হয়। ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের বিষয়িটে জানোনা হয়েছে। খুলনা থেকে বিকল্প ট্রেন ইঞ্জিন আসা মাত্র ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হবে।

চুয়াডাঙ্গা স্টেশন মাস্টার মিজানুর রহমান জানান, ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল হওয়ায় যাত্রীদর সাময়িক দূর্ভোগ হয়েছে।। তব,অন্যান্য ট্রন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছ। খুলনা থেকে ট্রেন ইঞ্জিন আসার পর ট্রনটি ছেড়ে গেছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ইসলামের ছেলে এবং তিনি ১ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক ইউপি ইউপি সদস্য ছিলেন। আহত অবস্থায় তাঁকে পরিবারের সদস্যরা কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। বিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

স্থানীয়রা জানান, আলামিন মোটরসাইকেল যোগে মুন্সিগঞ্জের নিগার সিদ্দিক কলেজ এলাকার (এডিবি) ব্রিকসে যাচ্ছিলেন। এসময় ট্রাক ওভারটেক করতে গেলে সামনে থেকে আসা একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে বাসের ধাক্কায় তিনি ছিটকে পড়েন। পরে ওই বাসের চাকার নিচে পড়ে পা পিষ্ট হয়ে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। স্থানীয়রা উদ্ধার করে আলমডাঙ্গার একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে নেয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে পরিবারের সদস্যরা উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করলে বিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আলামিনের মৃত্যু হয় ।

এ বিষয়ে জানতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) শেখ গনি মিয়া জানান, মুন্সিগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। তবে কুষ্টিয়ায় মৃত্যু হবার কারণে সেখানেই সুরতহাল রিপোর্ট সংগ্রহ করবে। সংবাদটি লেখাপর্যন্ত কোন অপমৃত্যু মামলা হয়নি বলে জানান ওসি শেখ গণি মিয়া।

দর্শনা রেললাইনের পাশ থেকে রক্তাক্ত মর*দেহ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় রেললাইনের পাশ থেকে দিলীপ কুমার হালদার (২৮) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে রেলওয়ে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার সকালে দর্শনা হল্ট রেলওয়ে স্টেশনের অদূরে রেললাইনের পাশ থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। মরদেহের পাশ থেকে একটি মোটরসাইকেলও উদ্ধার করা হয়েছে।

দিলীপ কুমার হালদার মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের কোমরপুর গ্রামের কার্তিক হালদারের ছেলে।

দর্শনা রেলওয়ে পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) আতাউর রহমান জানান, আজ মঙ্গলবার সকালে খবর পেয়ে রেললাইনের পাশ থেকে অজ্ঞাত যুবকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে পরিচয় পাওয়া গেছে। ধারণা করা হচ্ছে অনুমানিক রাত ১টার দিকে ট্রেনের ধাক্কায় তার মৃত্যু হয়েছে। মরদেহের পাশ থেকে একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।